তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৬৬৯

**রোহিঙ্গা ইস্যুটি পরবর্তী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে উঠাবে তুরস্ক**

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

রোহিঙ্গা ইস্যুটি তুরস্কের পক্ষ থেকে পরবর্তী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে উঠানোর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীMevlüt Çavuşoğlu ।

তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনের সাথে ফোনে আলাপকালে এসব কথা বলেন। এ সময় তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সে দেশে প্রত্যাবর্তনে তুরস্ক সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে উল্লেখ করেন।

ড. মোমেন পরবর্তী বছর ডি-৮ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য মহাপরিচালক পর্যায়ের কমিশনারদের ভার্চুয়াল সেশন আয়োজনের অনুরোধ জানান। করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে অথনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার জন্য ডি-৮’র একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন তিনি। এ সব বিষয়ে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। বর্তমান তুরস্ক ডি-৮ এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

স্বল্পোন্নত দেশের জন্য জি-২০ এর বরাদ্দকৃত ৭ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে বাংলাদেশ যেন সহযোগিতা পায় সে বিষয়ে জি-২০ এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে তুরেস্কের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন ড. মোমেন।

এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে সাম্প্রতিক বৈঠকে দেয়াCovid- 19 recovery & response fundগঠনের প্রস্তাবের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ করেন। ড. মোমেন উল্লেখ করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশের শ্রমিকদের অনেকে আর্থিক ও খাদ্য সংকটে আছে। বাংলাদেশি প্রবাসীরা যেন তাদের চাকুরি বহাল রাখতে পারে সে বিষয়ে তুরস্কের সহযোগিতা কামনা করেন। তাছাড়া যদি কোন শ্রমিক দেশে ফেরত আসে তবে তারা যেন কমপক্ষে ৬ মাসের বেতনের সমপরিমাণ আর্থিক সহায়তা পায় সে বিষয়ে তিনি তুরস্কের সহযোগিতা চান।

করোনার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতকে সমস্যাসংকুল উল্লেখ করে ড. মোমেন বিভিন্ন দেশের ক্রেতারা যাতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতে ক্রয়াদেশ বাতিল না করেন সে বিষয়ে তুরস্কের সহযোগিতা কামনা করেন ।

করোনা পররবর্তী পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে ড. মোমেনের প্রস্তাবে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মতি প্রকাশ করেন। উভয় দেশের বাণিজ্য বাড়াতে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে উদ্যোগ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন দু’দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এছাড়া, এ সময় তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশকে ১ লক্ষ সার্জিক্যাল মাস্কসহ এন-৯৫ মাস্ক সহায়তা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ  করেন।

#

তৌহিদুল/নাইচ/রেজ্জাকুল/রেজাউল/২০২০/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৬৬৮

**চলতি বোরো মৌসুমে বাম্পার ফলন হয়েছে, খাদ্যের অভাব হবে না**

**-- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

চলতি বোরো মওসুমে সারাদেশে বাম্পার ফলন হয়েছে। দেশে খাদ্যের অভাব হবে না। সঠিক সময়ে নতুন ফসল ঘরে তুলতে পারলে খাদ্যের সমস্যা হবে না, বরং খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকবে। আজ মন্ত্রীর মিন্টো রোডস্থ সরকারি বাসভবন থেকে নওগাঁ জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

ভিডিও কনফারেন্সে নওগাঁ জেলার করোনা মোকাবিলা পরিস্থিতি, চলতি বোরো ধান কাটা-মাড়াই, সরকারিভাবে ধান চাল সংগ্রহ, আম উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মন্ত্রী বলেন, আশা করা যাচ্ছে চলতি বোরো মৌসুমে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হবে (বোরো এবং আমন)। এছাড়া প্রায় ২০ থেকে ২৫ লাখ মেট্রিক টন আউশ ধান উৎপাদিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সরকারিভাবে অন্য যে কোনো বছরের তুলনায় এবার বেশি ধান চাল সংগ্রহ করা হচ্ছে। যা করোনা দূর্যোগ মোকাবিলায় বড় সহায়ক হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, দেশে ধান ও চাল সংগ্রহ শুরু হয়েছে। খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা করোনা মোকাবিলা করে এই সংগ্রহ কার্যক্রম চালাচ্ছেন। শস্য সংগ্রহে যাতে কোন অনিয়ম না হয় সেজন্য খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে বলেন মন্ত্রী। এছাড়া সংগ্রহ কার্যক্রমে সকলকে সহযোগিতা ও করোনা মোকাবিলায় সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপদ দূরত্ব মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি। মন্ত্রী আরো বলেন, লটারির মাধ্যমে প্রকৃত কৃষকদের মধ্য থেকে কৃষক নির্বাচন করা হবে। যদি কোন কৃষক তার টিকিট মধ্যস্বত্বভোগিদের নিকট বিক্রি করে তাহলে সেই কৃষকের কার্ড বাতিল করা হবে এবং সে সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগিদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।

মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।  আগে থেকেই সারাদেশে ৫০ লাখ পরিবারকে বছরে পাঁচ মাস প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল প্রতি কেজি ১০ টাকা করে বিতরণ করা হচ্ছে। করোনাকালীন সময়ে কর্মহীন দরিদ্র মানুষের কথা চিন্তা করে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আরো ৫০ লাখ পরিবারের মাঝে প্রতিমাসে ৩০ কেজি চাল প্রতি কেজি ১০ টাকা করে দেবার জন্য সারাদেশে তালিকা তৈরির কাজ এগিয়ে চলছে বলে মন্ত্রী জানান।

অন্যান্যদের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সে সংসদ সদস্য ইমাজ উদ্দিন প্রামানিক, সংসদ সদস্য সলিম উদ্দিন তরফদার এবং সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার নিজাম উদ্দিন জলিল বক্তব্য রাখেন।

#

সুমন/নাইচ/রেজ্জাকুল/রেজাউল/২০২০/১৮১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর :  ১৬৬৭

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় গতকাল পর্যন্ত ১ লাখ ৪৩ হাজার ১শ ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৭৮ কোটি ৮৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌

          রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৬৩৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৩ হাজার ৭৭০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩১৩ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২ হাজার ৪০১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৮ জন-সহ এ পর্যন্ত ২১৪ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ হাজার ৪৬৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          দেশে মোট ৩৩টি ল্যাব ও একটি বেসরকারি হাসপাতাল ইউনাইটেড হাসপাতাল লিমিটেডকে কোভিড-১৯ পরীক্ষার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২০ লাখ ৭০ হাজার ৪৯০টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ১৬ লাখ ৫৬ হাজার ৫১৪টি এবং ৪ লাখ ১৩ হাজার ৯৭৬টি মজুত আছে।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬১৫টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩০ হাজার ৯৫৫ জনকে।

#

তাসমীন/নাইচ/রেজ্জাকুল/রেজাউল/১৭২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৬৬

**কৃষক বন্ধু ডাক সেবা উদ্বোধন করলেন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে)

লকডাউনে প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য ঢাকায় পাইকারি বাজারে বিনা মাশুলে পৌঁছে দিতে ‘কৃষক বন্ধু ডাক সেবা’ নামে একটি  সার্ভিস চালু করেছে  ডাক অধিদপ্তর। প্রাথমিকভাবে মানিকগঞ্জ জেলার কৃষকদের উৎপাদিত শাকসবজি বিনা মাশুলে পরিবহনের মধ্য দিয়ে এই সেবাটি চালু করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ঢাকায় বেইলী রোডে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আজ মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ঝিটকা বাজার থেকে কৃষকবন্ধু ডাক সেবার উদ্বোধন করেন।

মন্ত্রী এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনলাইন বক্তৃতায় বলেন, এই সেবার আওতায় ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে কৃষক ঘরে বসেই তার বিক্রয়লব্ধ পণ্যের টাকা পেয়ে যাবেন। এর ফলে কোন মধ্যস্বত্বভোগী  ছাড়াই কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাবেন। দেশব্যাপী ডাক পরিবহনে ব্যবহৃত রাজধানী ফেরৎ ডাক অধিদপ্তরের গাড়ী গুলো কৃষকের উৎপাদিত পণ্য পরিবহনে ব্যবহার করা হবে ।এতে সরকারের অতিরিক্ত কোন খরচেরও প্রয়োজন হবে না।পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এই সেবা চালু করা হবে। ।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে  ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে  ঝিটকা বাজার প্রান্তে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাক বিভাগের পরিচালক এসএম হারুনুর রশিদ এবং অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব নূর-উর-রহমান এবং ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এসএস ভদ্র ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে সংযুক্ত ছিলেন।

মন্ত্রী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মূলক বক্তৃতার উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের কৃষি উৎপাদনকে সচল ও সজিব রাখতে এবং কৃষি উৎপাদনের মধ্য দিয়ে দেশে যাতে খাদ্য সংকট না হয় সেজন্য কৃষিখাতের ওপর  বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা এই অভিপ্রায় বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে চাই। আমরা উপলব্ধি করছি  যে, লকডাউনে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য নিয়ে কৃষক সবচেয়ে বেশি বিপন্ন অবস্থায় আছে। কৃষক পণ্য উৎপাদন করছে কিন্তু এই পণ্য বাজারজাত করতে পারছেন না।শাকসবজি পচনশীল পণ্য দীর্ঘ দিন ধরেও রাখা যায় না। মন্ত্রী আরো বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের বিদ্যমান সংকটে বিনা মাশুলে রাজধানী ঢাকায় পণ্য পৌঁছে দিয়ে তাদের পাশে থাকার আমরা চেষ্টা করছি।

ঝিটকা বাজার থেকে ফ্রি সার্ভিসের আওতায় প্রথম দিন ১২শত কেজি পিয়াজ, ৬০ কেজি কাঁচামরিচ, ৮০ কেজি বেগুন, ৬০ কেজি করলা, ৬০ কেজি চিচিংগা, ৬০ কেজি ঝিংগা, ৬০ কেজি ঢেঁড়স, ১২০ কেজি শসা এবং ১৮০টি মিষ্টি কুমড়া নিয়ে কৃষক বন্ধু ডাক সেবার গাড়ী ঢাকার উদ্দেশ্যে সকাল ১০ টায় যাত্রা শুরু করে। এই সব কৃষিপণ্য গাবতলী কৃষিবাজার এবং মিনাবাজার ধানমন্ডিতে পৌঁছে দেয়া হবে। মিনাবাজার, চালডাল এবং পার্কিং বাজার কৃষকদের এই সব পণ্য ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় করছে।

#

শেফায়েত/নাইচ/রেজ্জাকুল/রেজাউল/২০২০/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৬৫

**কঠোরভাবে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার আহ্বান শিল্প প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (০৯ মে)

করোনা হতে মুক্ত থাকতে কঠোরভাবে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, অপ্রয়োজীয়ভাবে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে নিজের ও পরিবারের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলবেননা।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকার মিরপুরের সেনপাড়ায় খাদ্য ও স্বাস্থ্য-সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণকালে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় এ কথা বলেন। করোনা পরিস্থিতিতে আয়-রোজগারহীন মানুষদের জন্য শিল্প প্রতিমন্ত্রীর ব্যাক্তিগত পক্ষ হতে মিরপুরে চলমান ত্রাণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজ সেনপাড়ায় ২শ' পরিবারের মাঝে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। আজ প্রত্যেক পরিবারকে ৮ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, ২ কেজি আলু, ১টি সাবান ও ১টি হ্যান্ড স্যনিটাইজার বিতরণ করা হয়।

কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, সরকারের কাছে খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে। সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে হাওরাঞ্চলে প্রায় শতভাগ ধান কাটা শেষ হয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বোরো ধান কাটা চলছে। ধান কাটায় কৃষকদের সহায়তায় ছাত্র, যুবক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ এগিয়ে আসায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, করোনা পরিস্থিতি হতে দেশের অর্থনীতিকে সচল করতে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের সুবিধা যাতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা পান, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, প্রণোদনা অর্থ নিয়ে ন্যূনতম অনিয়ম ও দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না।

#

মাসুম/জুলফিকার*/রেজ্জাকুল/শুভ/২০২০/১৫২১ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৬৪

**করোনা মোকাবিলায় সরকার ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে**

**-- নৌপ্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (০৯ মে)

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, করোনা মোকাবিলায় সরকার সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। অচিরেই বাংলাদেশ করোনা মোকাবিলায় সক্ষম হবে। যতদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন পথ হারাবে না বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী লীগ ত্রাণ পরিচালনা করে যাচ্ছে। শুধু আওয়ামী লীগ নয় জনপ্রতিনিধিরাও ত্রাণ পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুর গোর-এ শহীদ বড় ময়দানে দিনাজপুর জেলা আওয়ামীলীগ করোনা মোকাবিলায় ত্রাণ পরিচালনা কমিটির আয়োজনে অসহায়দের মাঝে ত্রাণ বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

করোনা মোকাবিলায় বিএনপি মাঠে না থেকে শুধু সমালোচনা করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএনপি রাজনীতির ময়দান থেকে হারিয়ে গিয়ে, ভুল, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর কথা বলে রাজনীতিতে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, ‘কিছু মানুষ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য সরকারের বিষোদগার করছে। বিএনপি মহাসচিব বলছেন, দেশে ত্রাণকার্য সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। ফখরুলকে  উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,  ১০ টাকা কেজি চাল নিয়ে এর আগেও আপনারা অনেক সমালোচনা করেছিলেন। আজকে বাংলাদেশের এক কোটি মানুষ ১০ টাকা কেজি চাল পাচ্ছে। ২০১৬ সালেই প্রধানমন্ত্রী কুড়িগ্রামে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছিলেন।'

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আরো বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা বাস্তায়ন করে। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এত সুষ্ঠু ত্রাণ বিতরণ হয়নি। তিনি বলেন, যেখানেই অভিযোগ পাওয়া গেছে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫০ জনের মতো জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাদেরকে সরানো হয়েছে সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে। তদন্তের পর তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।  তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের মাঠে মাঠে কৃষকের ধান কাটার উৎসব চলছে। অথচ বিএনপি সরকারের আমলে এই উত্তরাঞ্চলে অসংখ্য কৃষককে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে মহামারি আকার ধারণ করা করোনাভাইরাস এর মধ্যেও বাংলাদেশের কৃষকরা অনেক ভালো আছে। তারা ধান কেটে ঘরে তুলছে।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আজিজুল ইমাম চৌধুরির সভাপতিত্বে সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল, সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য জাকিয়া তাবাসসুম জুই, জেলা প্রশাসক মোঃ মাহামুদুল আলমসহ প্রমূখ অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিলেন।

জেলা ত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে এ সময় ৫০০ দুস্থ লোকের হাতে ত্রাণ তুলে দেন ৎুতিমন্ত্রী। পওে প্রতিমন্ত্রী জেলা পরিষদের পক্ষ হতে এবং তাঁর নির্বাচনী এলাকার (বিরল-বোচাগঞ্জ) কয়েকটি স্থানে ত্রাণ বিতরণ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/জুলফিকার*/রেজ্জাকুল/শুভ/২০২০/১৫২১ ঘণ্টা*